



কেন্দ্রীয়মন্ত্রিসভা

নতুন মেট্রো রেল নীতি : অনুমোদন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার : সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে প্রকল্প রূপায়ণ বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে মেট্রো রেল সম্পর্কিত একটি নতুন নীতি আজ এখানে অনুমোদিত হল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে

Posted On: 17 AUG 2017 4:53PM by PIB Kolkata

মেট্রো রেল সম্পর্কিত একটি নতুন নীতি আজ এখানে অনুমোদিত হল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে দেশের বেশ কয়েকটি শহরে মেট্রো রেলের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় যথাচিত দায়িত্বশীলতার সঙ্গে তার সঠিক বাস্তবায়নের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

নতুন নীতিটিতে মেট্রো রেল প্রকল্প রূপায়ণে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ওপর জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে নতুন নতুন মেট্রো প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সহায়তার সুযোগ লাভের জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বাধ্যতামূলক করে তোলা হবে। উচ্চগতিরমেট্রো রেল চালু করার লক্ষ্যে মূলধন সম্পদের ব্যাপক চাহিদার যোগান দিতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব যে একান্ত জরুরি একথার উল্লেখ করা হয় সংশ্লিষ্ট নীতিতে।

বিভিন্ন রাজ্যে দূর-দূরান্তের অঞ্চলগুলিকে মেট্রো রেলের সাহায্যে যুক্ত করা সম্ভব না হলে মেট্রো স্টেশনগুলির পাঁচ কিলোমিটার ব্যাপী এলাকায় ফিডার সার্ভিসচালু করারও প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রয়োজনে, মেট্রো স্টেশনে পৌঁছানোর সুবিধার জন্য সাইকেল চালানো এবং পায়ে হেঁটে স্টেশনে পৌঁছানোর জন্য সড়ক সংযোগের সুবিধা প্রসারেরও পরও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে নতুন মেট্রো রেল নীতিতে।

নতুন নতুন মেট্রো রেল প্রকল্পের প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে যথাযথ সন্নিবিষ্ট পক্ষ কোন তৃতীয় সংস্থাকে দিয়ে চালানোরও প্রস্তাব করা হয়েছে। মেট্রো প্রকল্পগুলি থেকে আর্থ-সামাজিক তথ্য পরিবেশ সংক্রান্ত সুফল লাভের সম্ভাবনায় মেট্রো রেল প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে ৮ শতাংশ রাজস্ব অর্জনের পরিবর্তে ১৪ শতাংশ রাজস্ব অর্জনের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে।

এই নীতির আওতায় মেট্রো রেল প্রকল্পে রাজ্যগুলির পক্ষ থেকে বিনিয়োগ ও সম্পদের যোগান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উদ্ভাবনমূলক পণ্য-পদ্ধতি অবলম্বন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রয়োজনে মেট্রো রেল প্রকল্পের জন্য কর্পোরেট বন্ড ইস্যু করার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মূলধনী সম্পদ রাজ্যগুলি সংগ্রহ করতে পারবে।

মেট্রো রেল প্রকল্পগুলির আর্থিক সম্ভাবনার দিকটি নিশ্চিত করতে বিভিন্ন স্টেশনের বাণিজ্যিক ব্যবহার তথা অতিরিক্ত সহায়-সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে কোন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে তা সুস্পষ্টভাবে জানাতে হবে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিকে। মেট্রো রেল প্রকল্পের কাজ যাতে সঠিকভাবে চালানো সম্ভব হয়, সেজন্য প্রয়োজনে সমস্তরকম অনুমতি এবং অনুমোদন দানের জন্যও রাজ্যগুলিকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদিত নীতিতে রাজ্যগুলিকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যাত্রীভাড়া সংশোধনের ক্ষেত্রে নিয়ম-নীতি স্থির করার জন্য। এজন্য স্থায়ীভাবে একটি ভাড়ানির্ধারক সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ গঠন করা যেতে পারে বলে এক প্রস্তাবে বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমানে দেশের আটটি শহরে মোট ৩৭০ কিলোমিটার পথেমেট্রো প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এর মধ্যে দিল্লিতে ২১৭ কিলোমিটার, বেঙ্গালুরুতে ৪২.৩০ কিলোমিটার, কলকাতায় ২৭.৩৯ কিলোমিটার, চেন্নাইতে ২৭.৩৬ কিলোমিটার, কোচিতে ১৩.৩০ কিলোমিটার, মুম্বাইতে মেট্রো লাইন করার ১-১১.৪০ কিলোমিটার তথা মনোরেল পর্যায়ে ১-৯.০ কিলোমিটার, জয়পুরে ৯ কিলোমিটার এবং গুরুগ্রামে ১.৬ কিলোমিটার দীর্ঘরেল প্রকল্পের সূচনা হয়েছে। ঐ আটটি শহর ছাড়াও দেশের মোট ১৩টি শহরে বর্তমানে মোট ৫৩৭ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রকল্প রূপায়ণের কাজ এগিয়ে চলেছে। যে নতুন শহরগুলি মেট্রো প্রকল্পের সুবিধা পেতে চলেছে তার মধ্যে রয়েছে – হায়দরাবাদ (৭১ কিলোমিটার), নাগপুর (৩৮ কিলোমিটার), আমেদাবাদ (৩৬ কিলোমিটার), পুণে (৩১.২৫ কিলোমিটার) এবং লক্ষণৌ (২০ কিলোমিটার)।

১০টি নতুন শহর সহ দেশের মোট ১৩টি শহরে ৫৯৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যব্যাপী মেট্রো রেল প্রকল্প গড়ে তোলার কাজ বর্তমানে সমীক্ষা ও পরিকল্পনার বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। যে যে শহরগুলিতে এই প্রকল্প রূপায়ণের প্রস্তাব করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে –দিল্লি মেট্রো রেলের চতুর্থ পর্যায়, দিল্লি ও জাতীয় রাজধানী অঞ্চল, বিজওয়াড়া, বিশাখাপত্তনম, ভোপাল, ইন্দোর, কোচি মেট্রোর দ্বিতীয় পর্যায়, বৃহত্তর চণ্ডীগড় অঞ্চলের মেট্রো প্রকল্প, পাটনা, গুয়াহাটি, বারানসী, তিরুবনন্তপুরম, কোজিকোড এবং চেন্নাই।

(Release ID: 1499956) Visitor Counter : 3

Background release reference

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে দেশের বেশ কয়েকটি শহরে মেট্রো রেলের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় যথাচিত দায়িত্বশীলতার সঙ্গে তার সঠিক বাস্তবায়নের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়

